Proj/ICT, BRT(A)
01/08/2018.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০১৮ উপলক্ষ্যে টঙ্গী সড়ক উপ-বিভাগ, টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ওবায়দুল কাদের এমপি মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্তণালয়
তারিখ	:	১৮-০৭-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বেলা ১১:০০টা
স্থান	:	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়, টঙ্গী সড়ক উপ-বিভাগ, টঙ্গী
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। ঈদ-উল-আযহা, ২০১৮ উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক এ সভায় উপস্থিত গাজীপুরের নব-নির্বাচিত মেয়রকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আব্দুল্লাহপুর হতে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত মহাসড়কাংশ দেশের উত্তর ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়ক। তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন, এ জাতীয় মহাসড়কের উপর ময়লা, আবর্জনার স্তুপ (ডাম্পিং করে) রাখা হয়। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে গাজীপুরের সাবেক মেয়রকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনেকবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তখন তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। নতুন নির্বাচিত মেয়রের উপর আস্থা রাখতে চাই, এ মহাসড়কে আর যেন ময়লা, আবর্জনার স্তুপ না থাকে। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ড্রেনেজ সিস্টেম খারাপ তাই এলাকার জনগণের স্বার্থে এ সিটি কর্পোরেশনের ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত করতে হবে। আব্দুল্লাহপুর হতে গাজীপুর অংশে বর্তমানে BRT (Bus Rapid Transit) প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানা এ এলাকায় বিদ্যমান থাকায় জাতীয় মহাসড়কের এ অংশের যানজট প্রকট। তিনি বলেন, এ মহাসড়কের উপর ময়লা, আবর্জনা ফেলায় যানবাহন চলাচলে যাত্রী সাধারণসহ সকলের যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

হাইওয়ে পুলিশের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মহাসড়কে কোনো অবস্থাতেই উল্টোপথে গাড়ি চলাচল করতে দেয়া যাবে না। তিনি উল্টোপথে যানবাহন চলাচল কঠোরভাবে প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে কোনো অবস্থাতেই যেন ফিটনেসবিহীন গাড়িতে পশু পরিবহন করতে না পারে সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইওয়ে পুলিশকে অনুরোধ করেন। ইদানিং ইজিবাই, ব্যাটারিচালিত রিক্সা, নছিমন, করিমন, মহেন্দ্র, ভটভটি ইত্যাদি যানবাহন অবাধে চলাচল করায় মহাসড়কে দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। আনুপাতিক হারে সড়ক দুর্ঘটনার হার কমেছে, কিন্তু মৃত্যু হার বেশী। মহাসড়কে দুর্ঘটনার বিষয়ে কেবল গাড়ি চালকদের উপর দোষ চাপিয়ে দায় মুক্তি পাওয়া যাবে না। প্রসংগক্রমে যাত্রীদের দায়িত্বের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, চলন্ত বাসের জানালায় শরীরের অংশ বের করে যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর দায় কে নিবে? তিনি সাধারণ জনগণ/পথচারীকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। রাস্তা পারাপারে ফুটওভারব্রীজ ব্যবহার করতে হবে। মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে যত্রতত্র রাস্তা পারাপার হওয়া যাবে না। তিনি বলেন, জীবিকার চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশী। পুলিশ প্রশাসনকে মহাসড়কে এসব অবৈধ যান চলাচলের বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে তিনি অনুরোধ জানান। তিনি লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভারের বিরুদ্ধে বিআরটিএ এবং জেলা প্রশাসনকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সঠিকভাবে ফিটনেস সার্টিফিকেট নিয়ে রাস্তায় গাড়ি নামানোর পরামর্শ দেন।

সভাপতি, ড্রাইভারদের একটানা অতিরিক্ত সময় গাড়ি চালানো থেকে বিরত রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পরিবহন মালিক-শ্রমিকদেরকে মেনে চলার অনুরোধ জানান। তিনি সওজ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাস্তা সংস্কার/মেরামত কাজের গুণগত মান নিয়ে কোনো অজুহাত দেয়া যাবে না। তিনি মহাসড়কে রাস্তা সংস্কার/মেরামতের কাজ নিম্নমানের হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে সতর্ক করে দেন। বিআরটি প্রকল্পের চলমান উন্নয়ন কাজের জন্য যত্রতত্র মহাসড়কে নির্মাণ সামগ্রি/উপকরণ ফেলে না রাখার নির্দেশনা দেন। আসন্ন ঈদ-উল-আযহার ১০(দশ) দিন পূর্ব থেকেই সড়ক মহাসড়কে নির্মাণ ও সংস্কার কাজ বন্ধ রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। ঈদের আগে মহাসড়কে ভারী যানবাহন এবং লক্কর ঝক্কর ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। আসন্ন ঈদ-উল-আযহায় সড়ক ও মহাসড়কের উপর বা পার্শ্বে যান চলাচল বিঘ্নিত করে এমন কোনো স্থানে পশুরহাট না বসানোর জন্য অনুরোধ জানান এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। আলোচনার এ পর্যায়ে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ যানজট নিরসনে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা টাঙ্গাইল ও ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের চন্দ্রা, গাজীপুর চৌরাস্তা, ভোগড়া, বাইপাইল, কোণাবাড়ি, ভুলতা, মেঘনা ও গোমতী গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক র‍্যাব মোতায়েনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে উপর্যুক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য র‍্যাবের মহাপরিচালক এর সাথে টেলিফোনে কথা বলেন এবং র‍্যাব মোতায়েনের অনুরোধ জানান। ঈদের আগে সকল গার্মেন্টস কর্মীদের একসাথে ছুটি না দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পর্যায়ক্রমে ছুটি দেয়ার জন্য গার্মেন্টস মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানান। মহাসড়কে বিকল গাড়ি অপসারণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক রেকার সরবরাহ এবং মজুত রাখার পরামর্শ দেন। নির্মাণাধীন মেঘনা-গোমতী ও কাঁচপুর ব্রীজ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ৭২০ কোটি টাকা সাশ্রয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আগামী ডিসেম্বর, ২০১৮ তে চালু হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মেঘনা ও দাউদকান্দি টোল প্লাজায় ভাংতি টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে সময় ক্ষেপন করে যানবাহনের গতি কমে যাওয়ায় মহাসড়কে যানজট দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে।

২. গাজীপুরের নব নির্বাচিত মেয়র আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে টঙ্গীতে এ ধরণের সভা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, টঙ্গী ব্রীজ থেকে গাজীপুর-জয়দেবপুর-কোণাবাড়ী সড়কের উপর ভবিষ্যতে কোনো ময়লা আবর্জনা ফেলা হবে না। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এলাকার ময়লা আবর্জনা থেকে সার উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গাজীপুর এলাকার ৮টি বেদখল জলাধার দখলমুক্ত করা হবে। যানজট নিরসনে রাস্তার দু'পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হবে এবং ফুটপাতে কোনো হকার বসতে দেয়া হবে না বলে সভায় ঘোষণা দেন। তিনি আরো বলেন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মহাসড়কের উপর দিয়ে সকল ধরণের যানবাহন যাতে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। তিনি তার এলাকাধীন মহাসড়কে সিটি কর্পোরেশন থেকে পশুর হাট বসানোর অনুমতি যেন দেয়া না হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিবেন এবং ইতোপূর্বে যা দেয়া হয়েছে তাও বাতিল করবেন মর্মে আশ্বস্ত করেন। তাছাড়া, মহাসড়কের দু'পাশে অবৈধ বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেষ্টুন সরিয়ে ফেলবেন বলে সভাকে অবহিত করেন এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এ বিষয়ে সওজকে সর্বাত্নক সহযোগিতা করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. জেলা প্রশাসক, গাজীপুর আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে গাজীপুরের মহাসড়কে কোনো তোরণ নির্মাণ করতে দেয়া হবে না মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন। রাস্তার পার্শ্বে অবৈধ দোকান/স্থাপনা উচ্ছেদ করে ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিত করা হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন কল কারখানা হতে নির্গত নোংরা পানি সড়কে জমে যানবাহন চলাচল ব্যাহত করে। সড়কে জলাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট যানজট নিরসনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বিআরটি প্রকল্পের কাজ এ মুহূর্তে বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। আসন্ন ঈদ উপলক্ষ্যে মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান জোরদার করা হবে। মহাসড়কের দু'পাশে শিল্প কারখানার উচ্ছিষ্ট ময়লা পানি রাস্তায় না ফেলার বিষয়ে সভায় উপস্থিত বিকেএমই'র সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষন করে এ বিষয়ে তার যথাযথ সহযোগিতা কামনা করেন।

৪. পুলিশ সুপার, গাজীপুর বলেন যে, সালনা ব্রীজ থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান পার্কিং করে রাখা হচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে মালিকদেরকে অন্যত্র ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান সরিয়ে নেয়ার অনুরোধ জানান। তা নাহলে যানজট নিরসন করা কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি রাস্তার দু'পার্শ্বে এ মুহূর্তে খোড়াখুড়ি না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করেন। বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রীসহ অন্যান্য উপকরণ মূল সড়ক থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।

৫. বাংলাদেশ ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংকলরী মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক আব্দুল্লাহপুর হতে গাজীপুর চৌরাস্ত পর্যন্ত মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে যে ৩৩টি গ্যাপ (ফাঁকা স্থান) রয়েছে তা কমিয়ে আনার অনুরোধ করেন। তা না হলে যানজট আরো বৃদ্ধি পাবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

৬. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির মহাসচিব মহাসড়কের দু'পার্শ্বে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের গাড়ি এবং ট্রাক/কাভার্ডভ্যান পার্কিং করার বিষয়ে কাউকে কোনো ছাড় না দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি গার্মেন্টস কর্মীদের পালাক্রমে ছুটি না দিয়ে একদিনে ছুটি দেয়াতে গাজীপুর শিল্প এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয় মর্মে মন্তব্য করেন।

৭. বিকেএমই এর সভাপতি এবং মাননীয় এমপি জনাব সেলিম ওসমান অবহিত করেন যে, বিকেএমই'র তালিকাভুক্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে রাস্তায় কোনো কারখানার ময়লা পানি ফেলতে দেয়া হবে না। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে পানি ফেলা হলে সে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

৮. সচিব মহোদয় বিগত রমজানের ঈদে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসন, জেলা/হাইওয়ে পুলিশ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এবারের ঈদ যাত্রায়ও নির্বিঘ্ন করার জন্য ইতোমধ্যে এ বিভাগ থেকে বেশ কিছু কার্যকর ব্যবস্থা/পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। হাট-বাজারে পশুর হাট বসানোর বিষয়েও ইতোমধ্যে এ বিভাগ থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে আব্দুল্লাহপুর-গাজীপুর মহাসড়কে অনেক যানজট থাকে, তবে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ঈদের সময় অনেক কম সময়ে গাজীপুর হতে আসা-যাওয়া সহজে করা যায়। এ মহাসড়কের উপর ট্রাক, কাভার্ডভ্যান পার্কিং করে বিভিন্ন শিল্প কারখানার মালামাল উঠানামা না করার বিষয়ে পরিবহন মালিক-শ্রমিকের সহযোগিতা চান এবং এ বিষয়ে প্রশাসনিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারগণকে অনুরোধ জানান। ঈদ-উল-ফিতরের ন্যায় ট্রাফিক পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য আনসার নিয়োজিত করতে হবে। ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে বিআরটিএ, জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপারগণ এবং হাইওয়ে পুলিশ যথাযথ এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। বিআরটি প্রকল্পের চলমান উন্নয়ন কাজের বিষয়ে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেন। মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা এবং গাজীপুরের নবনির্বাচিত মেয়র এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে এবারের ঈদ যাত্রা যে কোনো সময়ের চেয়ে নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৯. সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	আব্দুল্লাহপুর-গাজীপুর-জয়েদেবপুর চৌরাস্তা-কোণাবাড়ি পর্যন্ত মহাসড়ক আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে ;	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
২.	নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই উল্টো পথে গাড়ী চলতে দেয়া যাবে না;	বিআরটিএ/জেলা প্রশাসন/ জেলা/হাইওয়ে পুলিশ
৩.	লাইসেন্সবিহীন চালক এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে;	বিআরটিএ/হাইওয়ে পুলিশ

৪.	মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাবের সহায়তার জন্য মহাপরিচালক, র‍্যাবকে অনুরোধ জানানো হবে;	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/মহাপরিচালক, র‍্যাব
৫.	মহাসড়কের উপর এবং পার্শ্বে কোরবানীর পশুর হাট বসতে দেয়া যাবে না;	স্থানীয় সরকার বিভাগ/সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার
৬.	ঈদের ১০ দিন আগে থেকে বিআরটি প্রকল্পের রাস্তা খননের কাজ বন্ধ রাখতে হবে এবং নির্মাণ সামগ্রীসহ অন্যান্য উপকরণ মূল সড়ক থেকে সরিয়ে নিতে হবে;	প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি
৭.	ঈদের আগে ও পরে ১০ দিন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করতে হবে। পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য আনসারও নিয়োজিত থাকবে;	জননিরাপত্তা বিভাগ/জেলা প্রশাসক/ জেলা পুলিশ/ হাইওয়ে পুলিশ
৮.	আসন্ন ঈদ-উল আযহায় গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানায় কর্মরত কর্মীদের একই দিন ছুটি প্রদান না করে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ছুটি ঘোষণা করতে হবে;	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/বিজেএমইএ/ বিকেএমইএ/এফবিসিসিআই
৯.	ঈদের ৩দিন পূর্ব থেকেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (রপ্তানীযোগ্য গার্মেন্ট সামগ্রী, ঔষধ, পচনশীল দব্য, জ্বালানীবাহী/পশুবাহী গাড়ি ইত্যাদি) পরিবহন যান ব্যতীত অন্যান্য ভারী পরিবহন যান রাস্তায় চলাচল বন্ধ থাকবে। বিজেএমই/বিকেএমই গার্মেন্টস পণ্য পরিবহনে প্রয়োজনে ট্রাক/ কাভার্ডভ্যানের সামনে যথোপযুক্ত স্টিকার ব্যবহার করতে পারে;	বিজেএমইএ/ বিকেএমইএ/পরিবহন মালিক সমিতি/ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
১০.	ঈদের পূর্বে ৪(চার) দিন ও পরে ৪ (চার) দিন মহাসড়কের সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(ওবায়দুল কাদের এমপি)
মন্ত্রী

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.৩৭.০০৬.১৪-৪০৭ তারিখ: ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১. মাননীয় মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
২. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
৬. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকা
৮. যুগ্মসচিব, নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
১০. ডিআইজি হাইওয়ে রেঞ্জ পুলিশ, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা
১১. প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি প্রকল্প(সওজ), ভবন-৪, রোড-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
১২. প্রকল্প পরিচালক, সাসেক-১/২, বাড়ী নম্বর-১২৭ তৃতীয় তলা, সড়ক নম্বর-২, ব্লক-এ, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা
১৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/ময়মনিসংহ/রাজশাহী জোন
১৪. জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/টাঙ্গাইল/সিরাজগঞ্জ
১৫. পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর/টাঙ্গাইল/সিরাজগঞ্জ/পুলিশ সুপার হাইওয়ে, গাজীপুর
১৬. পুলিশ সুপার, শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১ আশুলিয়া, ঢাকা/শিল্পাঞ্চল পুলিশ-২ গাজীপুর
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা সড়ক সার্কেল
১৮. প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি প্রকল্প, বিবিএ অংশ, ভবন-৪, রোড-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
১৯. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর/কালিয়াকৈর/মির্জাপুর/টাঙ্গাইল সদর/ভূয়াপুর
২০. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা/গাজীপুর/মানিকগঞ্জ/টাঙ্গাইল/সিরাজগঞ্জ
২১. সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
২২. সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২১/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার ঢাকা-১২১৫
২৩ সভাপতি, বিকেএমইএ, প্ল্যানার্স টাওয়ার (১৩ তলা), ১৩/১ সোনারগাঁ রোড, ঢাকা
২৪. খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১, রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
২৫. জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডাঃ, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
২৬. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গাজীপুর/কালিয়াকৈর/মির্জাপুর/টাঙ্গাইল সদর/ভূয়াপুর থানা
২৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হাইওয়ে থানা গোড়াই মির্জাপুর, টাঙ্গাইল/ মাওনা/সালনা/গাজীপুর
২৮. সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ট্রাক টার্মিনাল, ঢাকা
২৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস-টাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক, হাজি আহসান উল্লাহ কমপ্লেক্স, বাগবাড়ী, ঢাকা
৩০. সভাপতি, কাভার্ডভ্যান ওনার্স এসোসিয়েশন, গাজীপুর
৩১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাজীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন, গাজীপুর
৩২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, গাজীপুর
৩৩. সভাপতি, গাজীপুর ট্রাক মালিক সমিতি, গাজীপুর
৩৪. সাধারণ সম্পাদক, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান এসোসিয়েশন, গাজীপুর
৩৫. সমন্বয়ক, বাংলাদেশ ট্রাক, কভার্ডভ্যান, ট্যাংক-লরী মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, ২৩৫ মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, তেজগাঁও, ঢাকা

০১/০৮/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব
ফোন ঃ ৯৫৬১২২৫

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.৩৭.০০৬.১৪-৪০৭/১(১০) তারিখ: ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৪. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা
৭. ডিআইজি রেঞ্জ, ঢাকা
৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

০১/০৮/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব